ইত্তেফাক

253

তারিখ ৩১/৪/৭৪
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রতিবাদ

গত ২৫শে আগষ্ট ইত্তেফাকে প্রকাশিত "ডাক্তার নিজেকে সারিয়ে তুলুন"—শিরোনামায় সম্পাদকীয় নিবন্ধের ওপর স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নিম্নলিখিত বক্তব্য রেখেছেন : 'স্বাস্থ্য দফতরে প্রফেসর, ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে যে গুরুতর অনিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ঠিক নয়। বর্তমানে এ ধরনের পদগুলোতে নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে সরকারী কর্ম কমিশনের সুপারিশ ও ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজেই চাকুরী নিয়মিতকরণে কিছুটা বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে রিক্রুটমেন্ট রুলস তৈরী করা হয়েছে এবং তা আইন ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। হেলথ ডাইরেক্টরেটে দু'জন এডিশনাল ডাইরেক্টর ও উনিশজন ডেপুটি ডাইরেক্টরকে ডিঙ্গিয়ে জনৈক জুনিয়র ডেপুটি ডাইরেক্টরকে ডাইরেক্টর পদে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে বলে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা সত্য নয়। ডাইরেক্টরের পদ পূরণের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন এবং তা যোগ্যতার মাপকাঠিতে করা হয়। বর্তমানে একজন ডেপুটি ডাইরেক্টর কারেন্ট চার্জে উক্ত পদে কাজ করছেন। তিনি ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে বহাল আছেন, ডাইরেক্টর পদে নয়।"

নিবন্ধে পিজি হাসপাতাল সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তার প্রতি পিজি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক প্রফেসর কামালউদ্দীন আহমেদ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন : "খোরাকির জন্য রোগীপ্রতি সরকারী বরাদ্দ বর্তমানে কমিয়ে ৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে বলে সম্পাদকীয়তে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা ঠিক নয়। পিজি হাসপাতালসহ বাংলাদেশের কোন হাসপাতালেই পাঁচ টাকার বেশী সরকারী বরাদ্দ নেই। ১৯৭৫ সনে রোগীদের খোরাকির বরাদ্দ ৩ টাকা থেকে পাঁচ টাকায় বর্ধিত করা হয় এবং বর্তমানে পিজি হাসপাতালসহ দেশের অন্যান্য হাসপাতালেও এ বরাদ্দ বলবৎ রয়েছে। তবে খোরাকির বরাদ্দ পাঁচ টাকা থেকে আট টাকায় বর্ধিত করার একটি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে।

দেশের অপরাপর মেডিক্যাল কলেজের তুলনায় পিজিতে ছাত্র হিসেবে অধ্যাপক এবং রোগী হিসেবে চিকিৎসকের সংখ্যা নিম্নরূপ :

বর্তমানে (২৬শে আগষ্ট) পিজিতে ৬৯ জন ছাত্রের জন্য ৪৬ জন শিক্ষক (প্রফেসর, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও অ্যাসিষ্ট্যান্ট প্রফেসর) এবং ৩৭৬ জন রোগীর জন্য ৪৬ জন শিক্ষকসহ মোট ১৪৯ জন ও ৬৯ জন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডাক্তার (তাঁরা প্রত্যেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এম বি বি এস) রয়েছে। তুলনামূলকভাবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ১২৮৭ জন ছাত্রের জন্য ৫০ জন অধ্যাপক ও ১০৫০টি বেডের জন্য ১২২ জন চিকিৎসক এবং রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে ১২৫০ জন ছাত্রের জন্য ৪২ জন অধ্যাপক ও ৬৭৫টি বেডের জন্য মাত্র ৮৩ জন চিকিৎসক রয়েছে।

যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের দিক থেকেও পি জি হাসপাতাল দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন। পি জি থেকে সম্প্রতি প্রতিরোধ বিভাগকে 'নিপসম' (National Institute for preventive and Social Medicine) এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সে কারণে ৪ জন শিক্ষক সেখানে বদলি হয়েছেন। যুগ্ম পরিচালককে দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে বদলি করে তার স্থলে অধিক অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন যুগ্ম পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। শিশু বিভাগ থেকে যে প্রফেসর বদলি করা হয়েছে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আর একজন সমযোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি।"

—তথ্য দফতর।